দৈনিক ইনকিলাব

14 AUG 1991

20

তারিখ 18 AUG 1991 ...
পৃষ্ঠা ... 6 ... কলাম ... 2 ...

ঢাকা ঃ মঙ্গলবার, ২৮ শ্রাবণ, ১৩৯৮, ১৩ আগস্ট, ১৯৯১ ইং

সন্ত্রাস বন্ধ করুন

আমরাও সে কথাই বলতে চাই। আমাদের রাজনীতিকরা যদি সন্ত্রাস বন্ধ করার ব্যাপারে সত্যিই আন্তরিক হন, তবে এর পরিমাণ হ্রাস না পাওয়ার কোন হেতু থাকতে পারে না। শিক্ষাঙ্গনে যারা সন্ত্রাসের মূল নায়ক, তারা রাজনৈতিক পরিচয়বিহীন নয়, হয় তারা কোন রাজনৈতিক দলের অংগ সংগঠনের কর্মী, নয় কোন রাজনৈতিক দলের ছত্র ছায়ায় বিচরণকারী। অনেক অছাত্র সন্ত্রাসীও প্রশ্রয় পাচ্ছে, প্রটেকশন লাভ করছে কোন কোন রাজনৈতিক দলের—এমন কথাও মাননীয় সদস্যদের কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন। আর অস্ত্রের সরবরাহ কোথা থেকে আসে, কিভাবে আসে, এর উৎস কোথায়, এটা কেউ খুলে না বললেও ব্যাপারটি ওপেন সিক্রেট। এ অবস্থায় কেবল বক্তৃতা-বিবৃতি, আলোচনা, প্রস্তাব গ্রহণ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতা দ্বারা সন্ত্রাস বন্ধ করা যাবে বলে মনে করার কোন কারণ নেই।

এ প্রসঙ্গে আমরা জনৈক সংসদ সদস্যের মন্তব্য উল্লেখ করে এবং তার প্রেক্ষিতে দু'একটি কথা বলে এ আলোচনার ইতি টানতে চাই। তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন, "যে সংসদীয় গণতন্ত্র আমরা প্রতিষ্ঠা করতে চলেছি তা টিকে থাকবে কি-না তা নির্ভর করছে দেশ থেকে সন্ত্রাস দমনের সাফল্যের উপর।"

এ সত্যটি আজ সকলকে উপলব্ধি করতে হবে। সন্ত্রাস বন্ধ করার মূল দায়িত্ব সরকারেরই। তাদের, সে দায়িত্ব পালনে যেমন কঠোর হতে হবে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সকল সদস্যকে যেমন সক্রিয় করে তুলতে হবে, তেমনি দলমত নির্বিশেষে সকল রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিদের করতে হবে সহযোগিতা। সন্ত্রাসীর দলীয় ও ব্যক্তি পরিচিতি যাই থাক না কেন, তাকে কারুরই প্রশ্রয় দেয়া চলবে না। এছাড়া পুরাতন আইন কোন ক্ষেত্রে যদি এপথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে, তবে তাও সংস্কার করে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দলীয় রাজনীতি, শিক্ষক রাজনীতি, স্থানীয় রাজনীতি, কোন রাজনীতিই যেন সন্ত্রাসীকে প্রকেটশন না দেয় তার নিশ্চয়তা দিতে হবে সকলকে। অন্যথা সকল মহৎ অঙ্গীকারকে সন্ত্রাসের অজগর হজম করে ফেলবে। আমরা আশা করবো, তা যেন না হয়। এ ব্যাপারে সকলকে নিজ নিজ কর্তব্য পালনে সক্রিয় ও আন্তরিক হতে হবে।

জাতীয় সংসদের দু'টি অধিবেশনে সদস্যদের অব্যাহত দাবীর পর গত রোববার থেকে সংসদে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাসের উপর দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ও গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। কেবল শিক্ষাঙ্গনেই নয়, সন্ত্রাস এখন ছড়িয়ে পড়েছে সকল অঙ্গনে—সারা দেশে। দেশের সরকার পদ্ধতি নির্ধারণের ব্যাপারে দলমত নির্বিশেষে সংসদের সকল সদস্য ঐকমত্যে পৌঁছেছেন এটা যেমন সমস্ত দেশবাসীর জন্য একটি খুশীর খবর, তেমনি শিক্ষাঙ্গনের বন্দুক যুদ্ধ, অস্ত্রের ঝনঝনি, একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ধ হয়ে যাওয়া, ছাত্রদের পরীক্ষা পিছিয়ে যাওয়া, সেশনজট সৃষ্টি হওয়া, চাকুরীর বয়সসীমা অতিক্রান্ত হওয়া, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়া সকল দেশবাসীর জন্য চরম উদ্বেগের বিষয়। কেবল শিক্ষাঙ্গন নয়, দেশের শহর-বন্দর এমনকি নিভৃত পল্লীর বুক পর্যন্ত সন্ত্রাস যেভাবে ছড়িয়ে পড়ছে এবং এর মাত্রা দিন দিন যে হারে বৃদ্ধি পার্চেছ, জনজীবন এর কারণে যেভাবে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, তাতে এর মোকাবেলা করা যে কত বেশী জরুরী হয়ে পড়েছে তা আর বুঝিয়ে বলার অবকাশ রাখে না।

সন্ত্রাস আর গণতন্ত্র যে একসাথে চলতে পারে না একথা ম্যননীয় সংসদ সদস্যগণই উচ্চারণ করেছেন সংসদ অধিবেশনে। সন্ত্রাস এভাবে বেপরোয়া গতিতে কেন বৃদ্ধি পাচ্ছে তারও কিছু কিছু কারণ প্রকাশ পেয়েছে সদস্যদের বক্তব্যে। তাদের আলোচনায় একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, তারা সকলেই এর বিষময় কুফল উপলব্ধি করতে পারছেন এবং অনুভব করছেন তা বন্ধ করার প্রয়োজনীয়তা। এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। তবু আমরা দেখছি সন্ত্রাসের ব্যাপক বিস্তার। সদস্যদের কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন, আমরা নিজেরা যদি সন্ত্রাসমুক্ত থাকি, আমাদের নিজ নিজ ছাত্র সংগঠনগুলোকে যদি এ থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করি, তবে এর শুভ প্রতিক্রিয়া আশা করা যায়।